মুজিবনগরে নানা আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত

সারা বিশ্বের বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত, স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী মানুষের চিরন্তন অনুপ্রেরণা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ।

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে এই দিনটি। দিবসের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক দিন। স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং যে কোনো সময় জাতিকে অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেটা স্পষ্ট করেছিলেন।এ ভাষণের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা অর্জনে যে গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজন তার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি আজ বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবেও স্বীকৃত। এটি বিশ্বে সর্বাধিকবার প্রচারিত অলিখিত ভাষণ। এ দিন ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক উত্তাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম”। তার এ ভাষণ ছিল জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার চূড়ান্ত নির্দেশনা।বঙ্গবন্ধুর ডাকে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির সেই বিজয় অর্জিত হয়।

দিনটি উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে উপজেলা প্রশাসন মুজিবনগর কমপ্লেক্সে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সঙ্গে ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আসাদুজ্জামান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুনুর রশিদ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন, উপজেলা

দামুড়হুদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন

দামুড়হুদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষে পুষ্পস্তাবক অর্পণ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের বঙ্গবন্ধু মুরালের পাদদেশে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে প্রথমেই উপজেলা পরিষদের বঙ্গবন্ধু মুরালের পাদদেশে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ। এরপর বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছের উদ্দিন, রুস্তম আলী , উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা বেগম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হেলেনা আক্তার নিপা।

উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ এর সঞ্চালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান,

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন সাইফুল আলম, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, সহসভাপতি হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ম সম্পাদক শেখ হাতেম, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমানসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দামুড়হুদায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের সাথে রেড ক্রিসেন্টের মতবিনিময় সভা

সারাদেশে রেড ক্রিসেন্ট এর ৬৮ টি ইউনিটে সক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে জনগোষ্ঠীর কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর পথ আরো প্রশস্ত করতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গনের সাথে মত বিনিময় করেছেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর রেডিসন হোটেলে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সভার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি।

এ সময় তিনি উপস্থিত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গনের উদ্দেশ্য বলেন সমগ্র দেশব্যাপী রেড ক্রিসেন্ট এর বিস্তৃত স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্কে সরকারের বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রকল্পে সম্পৃক্ত করলে আরো স্বচ্ছ জবাবদিহিতার সাথে কাজ করা সম্ভব হবে। এছাড়া সরকারের সহযোগি সংস্থা হিসেবে বিডিআরসিএস’কে স্থানীয় সরকার বিভাগ সহ সরকারের অন্যান্য সংস্থা গুলো আরো বেশি পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান সহ স্বেচ্ছাসেবকদের মানবিক ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল অব: এটিএম আবদুল ওয়াহ্হাব। তিনি উপস্থিত ইউনিট চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিদের উদ্দেশ্য বলেন স্থানীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করে সকল ইউনিটকেই টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগে বিপদাপন্ন মানুষের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে। সারাদেশে ৬৮ টি ইউনিটের মাধ্যমে রেড ক্রিসেন্ট প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের কাছে

পরিষেবা পৌঁছায়। রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনে মূলনীতি অনুসরণ করে আত্মনির্ভরশীল ও টেকসই জাতীয় সোসাইটি হিসেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠিত করতে ইউনিট গুলোর ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতেই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তথা সোসাইটির ইউনিট চেয়ারম্যানদের একত্রিত করে জেলা পরিষদসহ স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠান ও দানশীল ব্যক্তির সহায়তায় বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত মানবিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করা হয়। দিন ব্যাপী সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ৫১ জন ইউনিট চেয়ারম্যান, ৫৬ জন ইউনিট সেক্রেটারি, সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুর-উর-রহমান, ট্রেজার এম এ সালাম, ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য বৃন্দ, মহাসচিব, উপমহাসচিব, আই এফ আর সি বাংলাদেশ ডেলিগেশনের প্রধান সঞ্জীব কুমার কাফলে, আইসিআরসি বাংলাদেশের প্রধান কাথিয়া লরেঞ্জ, রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট সেক্রেটারি গন, সিপিপি পরিচালক প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব, সোসাইটির বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক গণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৃন্দ, আইএফআরসি, আইসিআরসি, বিভিন্ন পার্টনার, ন্যাশনাল সোসাইটির প্রধান ও প্রতিনিধিগণ এবং সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ৩০০ বসতি পুড়ে ছাই

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালী আশ্রয়শিবিরে (ক্যাম্প-১১) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বেলা পৌনে তিনটার দিকে শিবিরের ডি-১৫ ব্লকের একটি রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত। মুহূর্তেই আগুন অন্যান্য বসতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘনবসতির কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে আশ্রয়শিবিরের প্রায় ৩০০ রোহিঙ্গা বসতি পুড়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী ও ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে।

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রবিবার বিকেল ৪টার দিকে ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে আশ্রয়শিবিরের ডি-১৫ ব্লকের রোহিঙ্গা ছৈয়দ উল্লাহ বলেন, তাঁর পাশের ঘরে আগুন জ্বলছে। অনেক ঘর পুড়ে যাচ্ছে। তিনি পরিবারের পাঁচ সদস্য নিয়ে পাশের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছেন। তাঁদের শিবিরে অন্তত ৫০ হাজার রোহিঙ্গার বসবাস। অধিকাংশই নারী ও শিশু।

বালুখালী (ক্যাম্প-৯) শিবিরের বাসিন্দা রমিজা বেগম বলেন, দূর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। বাতাসের কারণে আগুন তাঁদের দিকে আসতে পারে, সেই ভয়ের মধ্যে আছেন।

অনেকে ত্রিপল কিনে এনে অস্থায়ী ছাউনি দিয়েছেন। আজ সকালে বালুখালী ক্যাম্প-৫-এর বি ব্লকের মোছরাবাজার এলাকায়
বিকেল পৌনে চারটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ আলী বলেন, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড রোহিঙ্গা বসতি পুড়ে যাচ্ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সম্মিলিত চেষ্টা চলছে। ঘনবসতি ও ত্রিপলের ছাউনির কারণে ঘরগুলো পুড়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে রোহিঙ্গারা দিগ্বিদিক ছুটছেন। আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে, এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না।

আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে উখিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের চারটি ইউনিট। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কয়েক শ স্বেচ্ছাসেবী ও রোহিঙ্গা তরুণ-যুবকেরা। তবে একদিকে গরম, অন্যদিকে উত্তরের বাতাসের কারণে আগুন দ্রুত অন্য বসতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

উখিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ এমদাদুল হক বলেন, বেলা পৌনে তিনটার দিকে আশ্রয়শিবিরের ডি-১৫ ব্লকের একটি বসতবাড়ির রান্নাঘরের চুল্লি থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে জানা গেলেও সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে সবাই ব্যস্ত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। পাহাড়ের ঢালুতে ঘরবাড়ি ও পাহাড়ি চিপা গলি

হওয়ায় কাজ করতে বেগ পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয় কয়েকজন রোহিঙ্গা নেতা বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা পরিকল্পিত হতে পারে। কয়েক দিন ধরে স্থানীয় রোহিঙ্গাদের মধ্যে গুঞ্জন ছিল নাশকতার জন্য আগুন ধরানো হতে পারে। এর আগেও একাধিকবার নাশকতার আগুনে পুড়েছিল বালুখালীর একাধিক রোহিঙ্গা বসতি।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রোহিঙ্গাদের ২৯টি ঘর পুড়ে গেছে। গতকাল রাতে উখিয়ার ইরানি পাহাড় ৫ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরে বালুখালী আশ্রয়শিবিরের রোহিঙ্গা নেতা কামাল হোসেন বলেন, বেশ কয়েক দিন ধরে আশ্রয়শিবিরে মাদক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী ‘আরাকান স্যালভেশন আর্মি’ (আরসা) ও ‘আরাকান সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের’ (আরএসও) মধ্যে গোলাগুলি-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা হতাহত হয়েছেন। এর জেরে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে উচ্ছেদ করতে শিবিরে আগুন দিতে পারে।

কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে আগুনে পুড়ছে ব্র্যাকের লার্নিং সেন্টার। আজ রবিবার বিকেলে বালুখালী ক্যাম্পে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের তথ্যমতে, সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ২০২১ সালের ২২ মার্চ উখিয়ার বালুখালী এলাকার তিনটি (ক্যাম্প-৮, ৯ ও ১১) আশ্রয়শিবিরে। ভয়াবহ ওই অগ্নিকাণ্ডে ১০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বসতি পুড়ে ছাই হয়েছিল। গৃহহীন হয়েছিল ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা যান ৬ শিশুসহ ১৫ জন রোহিঙ্গা। ওই আগুনের সূত্রপাত কোত্থেকে, এখনো জানা যায়নি।

বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফের ৩৩টি আশ্রয়শিবিরে নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা সাড়ে ১২ লাখ। এর মধ্যে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেন ৮ লাখ রোহিঙ্গা।

সূত্র: প্রথমআলো

দর্শনা আন্তজার্তিক গেঁদে চেকপোস্ট দীর্ঘ ৩ বছর পর সব রকম ভিসা চালু

দীর্ঘ তিন বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে চালু হলো দর্শনা আন্তজার্তিক গেঁদে চেকপোষ্ট। গতকাল বৃহস্পতিবার ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশী বিভাগ (আই.এমএম বিভাগ) এমডিসি এনএস, ইন্ডিয়া গেট, নিউ দিল্লি থেকে একটি স্বারকলিপি প্রদান করেন।

ল্যান্ড ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট আই সি পি গেদে এবং মাহাদিপুর (পশ্চিমবঙ্গ) পুনরায় খোলা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি চিঠি হাতে পেয়েছে ইমিগ্রেশন ও রাজশাহী হাই কমিশনার কতৃপক্ষ। এখন থেকে বাই রোড গেঁদে ভিসার অনুমোদন দিচ্ছে রাজশাহী বিভাগের দায়িক্তে থাকা ভারতীয় হাইকমিশনার।

দর্শনা চেকপোষ্টের ইনচার্জ এস আই আবু নাইম শেখ জানান, এতদিন বন্ধ থাকা দর্শনা আন্তর্জাতিক বন্দর দিয়ে সড়ক পথে যাতায়াতে বাংলাদেশী পাসপোর্ট ধারী যাত্রীদের জন্য রাজশাহী হতে টুরিষ্ট, মেডিকেল ও বিজনেস সহ সকল ধরনের ভিসা দেওয়া শুরু করেছে। যার ফলে এ রুট দিয়ে এখন বৈধ ভাবে সকল যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে বলে জানতে পেরেছি। তবে পুরোপুরি চালু হওয়ার ফলে কষ্ট লাগব হলো প্রায় ১৫ /২০ জেলা মানুষের। হাজার হাজার যাত্রী আসা যাওয়াতে দু’দেশের বন্ধন আরো সুদৃঢ হবে।

মহামারী করোনা সংক্রমণ দেখা দেয়ায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি এবং স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্যুরিস্টসহ সকল ভিসার পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াত পুরোপুরি স্থগিত করে দেয়। সেই থেকে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট বন্ধ হয়ে যায়। এই আন্তজার্তিক চেতপোষ্ট বন্ধ হওয়ার কারনে প্রায় ভোগান্তিতে পড়ে ১৫ /২০ জেলার মানুষ। সব শেষে গত বছরের ২৯ মে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করলেও অদ্যবদি দর্শনা-গেদে স্থলপথে বাংলাদেশীদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হয়নি। তবে পুরোপুরি চেকপোষ্টটি চালু হলে লাভবান হবে সরকার।

উল্লেখ্য গতকাল বৃহস্পতিবার ভারতীয় মন্ত্রনালয় থেকে একটি চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে যা লেখা আছে তা উল্লেখ করা হলো যাত্রী পরিবহনের জন্য ল্যান্ড আইপি গেছে এবং মাহাদীপুর পুনরায় চালু করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মন্ত্রণালয়ে আরও বিবেচনা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ল্যান্ড আইপি গেদে এবং মাহাদিপুর পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই শিথিলতা সময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের দ্বারা জারি করা স্বাস্থ্য/ কোভিট ১৯ প্রোটোকল মেনে চলার দাবি জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রলয়ের জারি করা স্বাস্থ্য প্রোটোকলগুলি মেনে চলার জন্য ল্যান্ড আইসিপি ভেরি এবং মাহাদিপুরে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী করার জন্য অনুরোধ করেছে। বিদেশ মন্ত্রলয়ের সমস্ত বিদেশীদের বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক নথিভুক্তি নিশ্চিত করতে এবং সব ধরণের ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

‘ভোটার হব নিয়ম মেনে, ভোট দিব যোগ্যজনে’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৩।

জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় ভোটার দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়ালিউল্লাহ’র সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

(প্রসাশন) জামিরুল ইসলাম। সদর উপজেলা রিটানিং কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট সাহাদাত হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক নীলা হাফিয়া প্রমুখ ।

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে বর্ণ্যাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

‘ভোটার হব নিয়ম মেনে, ভোট দিব যোগ্যজনে’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় পালিত হয়েছে জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৩। এ দিবস উপলক্ষে বর্ণ্যাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় ভোটার দিবসে ২০২২ সালের ভোটার তালিকা হালনাগাদের চূড়ান্ত ভোটার সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এবছর ৫ম বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পদযাত্রায় নতুন একটি সংযোজন হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস। ২০১৩ সালে সার্কভুক্ত দেশগুলোর নির্বাচন বিষয়ক সংগঠন ফেমবোসা’র চতুর্থ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য দেশগুলো জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় আলোচনা সভায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাচন অফিসার নূরু উল্লাহ’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় খুঁটি ভোটব্যবস্থা। জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে ভোটে। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। সেই মালিকেরাই পাঁচ বছর পর তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে জাতীয় সংসদে পাঠান। সংসদ-সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি হিসাবেই আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করেন। আবার পাঁচ বছর পর তারা জনগণের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি ও কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। ভোটের মাধ্যমে জনগণ নির্ধারণ করেন তারা আরও পাঁচ বছর থাকতে পারবেন নাকি নতুন কেউ সরকার গঠন করবে। এটাই সর্বজনীন গণতান্ত্রিক রীতি। জনগণের সঙ্গে সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের এই সম্পর্ক স্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ভোট।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী।

আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন সাইফুল আলমসহ উপজেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

ভোটার হব নিয়ম মনে, ভোট দিব যোগ্যজনে” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তর একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ অফিসার্স ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার খান মাসুম বিল্লাহর সভাপতিত্বে ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, মডেল থানার তদন্ত ওসি জগন্নাথ চন্দ্র, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, পৌর সভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন, সাফদারপু ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার ওয়াহিদ মুরাদ,সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, বয়স ১৮ হলেই ভোটার হওয়ার জন্য সঠিত তথ্য প্রদান করে নিভূল ভোটার প্রনয়ণে সহয়তা করার আহ্বান জানান এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী,সাধারণ ভোটার সহ বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা

“ভোটার হব নিয়ম মেনে, ভোট দিব যোগ্যজনে” এই এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগর পালন হয়েছে জাতীয় ভোটার দিবস-২০২৩।

জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা চত্বর থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয় র্যালীটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে শেষ হয়।

পরে উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ভোটার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার মেহেদী হাসান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায়

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিমসহ উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারি বৃন্দ।